স্বাধীনতা পুরস্কার-২০১৭

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

শেখ হাসিনা

বৃহস্পতিবার, ২৩ মার্চ ২০১৭,ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তন, ঢাকা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

অনুষ্ঠানের সম্মানিত সভাপতি,
সহকর্মীবৃন্দ,
স্বাধীনতা পুরস্কারপ্রাপ্ত বরেণ্য ব্যক্তিবর্গ,
এবং উপস্থিত সুধিমন্ডলী।

আসসালামু আলাইকুম।

স্বাধীনতা পুরস্কার ২০১৭ বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

মার্চ আমাদের স্বাধীনতার মাস। মহান স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে আমি গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। স্মরণ করছি জাতীয় চার নেতাকে। শ্রদ্ধা জানাচ্ছি মুক্তিযুদ্ধের ৩০ লাখ শহিদ এবং ২-লাখ নির্যাতিত মাবোনকে। যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা এবং শহিদ পরিবারের সদস্যদের প্রতি সমবেদনা জানাচ্ছি। আমি কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করছি বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সরকার ও জনগণকে, যাঁরা আমাদের মুক্তিযুদ্ধে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন।

আমি গভীর বেদনা ও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্টে শহিদ আমার মা, তিন ভাইসহ পরিবারের সদস্যদের। পরম করুণাময় আল্লাহর কাছে তাঁদের রুহের মাগফিরাত কামনা করছি।

'স্বাধীনতা পুরস্কার' দেশের সর্বোচ্চ জাতীয় পুরস্কার। এ বছর ১৫ জন বিশিষ্ট ব্যক্তি এবং একটি প্রতিষ্ঠানকে মুক্তিযুদ্ধ, সাহিত্য, সংস্কৃতি এবং উন্নয়নসহ জাতীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অসামান্য অবদানের জন্য স্বাধীনতা পুরস্কারে ভূষিত করা হয়েছে।

পুরস্কারপ্রাপ্ত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে আমি অভিনন্দন জানাই। যাঁরা মরণোত্তর পুরস্কার পেয়েছেন, তাঁদের স্মৃতির প্রতি জানাই গভীর শ্রদ্ধা।

সুধিমন্ডলী,

আর মাত্র ২দিন পর আমাদের মহান স্বাধীনতা এবং জাতীয় দিবস। ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ এদেশে বিশ্বের নৃশংসতম গণহত্যা শুরু হয়েছিল। পাকিস্তানী সেনাবাহিনী এবং তাদের এদেশীয় দোসর - রাজাকার, আল-বদর, আল-শামস বাহিনী - মাত্র নয় মাসে এবং ৫৬ হাজার বর্গমাইলে ৩০ লাখ নিরীহ মানুষকে হত্যা করে। এত কম সময় ও স্বল্প পরিসরে এত বিপুল সংখ্যক মানুষ হত্যার নজির বিশ্বে আর নেই।

শুধু মানুষ হত্যা নয়, একইসঙ্গে নারী ধর্ষণ, অগ্নি সংযোগ, লুটপাট, বাড়িঘর থেকে বিতাড়িত করাসহ এমন কোন অপরাধ নেই যে তারা করেনি।

গত ২০শে মার্চ মন্ত্রিপরিষদ ২৫শে মার্চ-কে গণহত্যা দিবস হিসেবে পালনের প্রস্তাব অনুমোদন দিয়েছে। এর আগে গত ১১ই মার্চ মহান জাতীয় সংসদে বিষদ আলোচনার পর ২৫শে মার্চকে গণহত্যা দিবস হিসেবে পালনের প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। আমরা ১৯৭১ সালে বাংলাদেশে সংঘটিত গণহত্যার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি আদায়ের উদ্যোগ গ্রহণ করেছি।

দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠার পর থেকেই পশ্চিম পাকিস্তানীরা বাঙালিদের সঙ্গে বিমাতাসুলভ আচরণ শুরু করে। অর্থনৈতিক বৈষম্য ছাড়াও তারা আমাদের ভাষা ও সংস্কৃতির উপর আঘাত হানে। উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার উদ্যোগ নেয়। পাকিস্তানীদের এসব অন্যায়ের বিরুদ্ধে বঙ্গবন্ধু প্রথম রুখে দাঁড়ান। তাঁর নেতৃত্বে শুরু হয় বাঙালির স্বাধিকার আন্দোলনের সংগ্রাম।

৫২'র ভাষা আন্দোলন, ৫৪'র যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন, ৬২'র শিক্ষা আন্দোলন, ৬৬'র ৬-দফা আন্দোলন, ৬৯'র গণঅভ্যুত্থান এবং ৭০'র সাধারণ নির্বাচনে বিজয়ের পথ ধরে বাঙালির মুক্তি সংগ্রাম মুক্তিযুদ্ধের দিকে ধাবিত হয়।

আগরতলা মামলা দিয়ে বঙ্গবন্ধুকে আটক করা হয়। গণ-অভ্যুত্থানের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুকে মুক্ত করে আনে বাঙালি। আইয়ুব খানের পতন হয়। ইয়াহিয়া খান ক্ষমতা দখল করে নির্বাচনের প্রতিশ্রুতি দেয়।

১৯৭০-এর নির্বাচনে আওয়ামী লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। কিন্তু পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠি ক্ষমতা হস্তান্তর না করে টালবাহনা শুরু করে। বঙ্গবন্ধুর ডাকে অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়। এরই ধারাবাহিকতায় জাতির পিতা ৭ই মার্চ তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে স্বাধীনতার ডাক দেন। তিনি ঘোষণা করেন, ''এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম। এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম''। পাকিস্তানের ২৪ বছরের শাসনের মধ্যে প্রায় অর্ধেকটাই জেলে কেটেছে বঙ্গবন্ধুর।

বঙ্গবন্ধু গ্রেফতারের পূর্ব মূহুর্তে ২৬শে মার্চের প্রথম প্রহরে স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। তাঁর ডাকে সাড়া দিয়ে বাঙালি জাতি ৯ মাসের রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করে।

সুধিবৃন্দ,

১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি পাকিস্তানের কারাগার থেকে দেশে ফিরে বঙ্গবন্ধু যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ পুনর্গঠনে আত্মনিয়োগ করেন। তিন মাসের মধ্যে ভারতীয় মিত্রবাহিনীর সৈন্যদের দেশে ফেরত পাঠানোর ব্যবস্থা করেন। বিশ্বের প্রায় সকল দেশের স্বীকৃতি আদায় করেন।

কিন্তু দেশে-বিদেশে শুরু হয় ষড়যন্ত্র। পরাজিত প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট জাতির পিতাকে সপরিবারে হত্যা করে। বাংলাদেশের অগ্রযাত্রা থমকে যায়।

বঙ্গবন্ধু সরকার আন্তর্জাতিক অপরাধসমূহ (ট্রাইবুনালস) আইন, ১৯৭৩ প্রণয়ন করে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার শুরু করেছিলেন। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর সে উদ্যোগ বানচাল করা হয়।

স্বৈরশাসক জিয়া অবৈধভাবে রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করেই সাড়ে ১১ হাজার যুদ্ধাপরাধীকে মুক্তি দেয়। তাদের রাজনীতিতে পুনর্বাসন করে। শাহ আজিজ, আব্দুল আলীমদের মত চিহ্নিত যুদ্ধাপরাধীদের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অংশীদার করে। বঙ্গবন্ধু গোলাম আযমের নাগরিকত্ব বাতিল করেছিলেন। জিয়া তাকে দেশে নিয়ে আসে। জিয়ার পথ অনুসরণ করে বিএনপি নেত্রী খালেদা জিয়াও নিজামী-মুজাহিদ-সাকা চৌধুরীদের মন্ত্রী বানান।

জিয়া হাজার হাজার মুক্তিযোদ্ধা সৈনিক হত্যা করে। রাজনীতি ও অর্থনীতিতে চালু করে দুর্বৃত্তায়ন। পবিত্র সংবিধানকে যথেচ্ছা পরিবর্তন করে স্বাধীনতার মূল চেতনাকে ভূলুণ্ঠিত করে। রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসকে বিকৃত করা হয়।

বঙ্গবন্ধুর অনন্য অবদানকে ইতিহাস থেকে মুছে ফেলার অপচেষ্টা করা হয়। এসব ঘৃণ্য অপচেষ্টার পরও বঙ্গবন্ধু আছেন বাঙালি জাতির হৃদয়ের গভীরে আর শোষিত ও বঞ্চিত মানুষের অবিসংবাদিত নেতা হিসেবে বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত ও প্রশংসিত।

সুধী,

একটি গণতান্ত্রিক, প্রগতিশীল, অসাম্প্রদায়িক, সুখী ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তোলার অঙ্গীকার নিয়ে আমরা যে যাত্রা শুরু করেছিলাম, দেশবাসীর অকুণ্ঠ সমর্থন ও সহযোগিতায় তা অনেকটা এগিয়ে গেছে।

বাংলাদেশ আজ উন্নয়নের সর্বজনীন মডেল। অর্থনৈতিক অগ্রগতির সূচকে বাংলাদেশ আজ বিশ্বের শীর্ষ পাঁচটি দেশের একটি। পূর্ববর্তী ৭ বছরে দেশে গড়ে ৬.৫ শতাংশ হারে জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে। গত অর্থ-বছরে জিডিপি প্রবৃদ্ধি দাঁড়িয়েছে ৭.১১ শতাংশ। মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পেয়ে ১ হাজার ৪৬৬ মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়েছে।

আমাদের বাজেটের আকার প্রতিবছর বাড়ছে। ২০১৬-১৭ অর্থ-বছরে বাজেটের আকার পূর্ববর্তী অর্থ-বছরের সংশোধিত বাজেটের তুলনায় ২৮ দশমিক সাত শতাংশ বৃদ্ধি করে ৩ লাখ ৪০ হাজার ৬০৫ কোটি টাকায় উন্নীত করা হয়েছে।

মানুষের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং মূল্যস্ফীতি সহনীয় পর্যায়ে থাকায় মানুষের জীবনমানের উন্নয়ন হয়েছে। ২০০৯ সালে মূল্যস্ফীতি ছিল ডাবল ডিজিটে। বর্তমানে মূল্যস্ফীতি পাঁচ দশমিক শূন্য-তিন শতাংশ।

২০০৫-০৬ অর্থ বছরে রপ্তানি আয় ছিল মাত্র ১০ দশমিক পাঁচ-দুই বিলিয়ন মার্কিন ডলার। ২০১৫-১৬ অর্থ-বছরে তা বৃদ্ধিপেয়ে ৩৪ দশমিক ২৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়েছে।

২০০৫-০৬ অর্থ-বছরে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ছিল মাত্র তিন দশমিক পাঁচ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। বর্তমানে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ৩২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ছাড়িয়ে গেছে।

দারিদ্র্যের হার ২০১০ সালের ৩১.৫ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে ২০১৬ সালে ২৩.৬ শতাংশে নেমে এসেছে। এটাকে আমরা ১৫ শতাংশের নীচে নামিয়ে আনব।

দেশ আজ খাদ্যে স্বয়ং-সম্পূর্ণ। খাদ্যশস্য উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়ে প্রায় ৪ কোটি মেট্রিকটনে উন্নীত হয়েছে। চলতি ২০১৬-১৭ অর্থ-বছরের বাজেটে কৃষি ভর্তুকি বাবদ ৯ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে।

সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী খাতে চলতি অর্থ-বছরে ৩৩ হাজার ৬৬ কোটি ৬২ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। গত সেপ্টেম্বর মাস থেকে ৫০ লাখ পরিবারকে প্রতিকেজি ১০ টাকা মূল্যে চাল সরবরাহ করা হচ্ছে। একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পের অধীনে ক্ষুদ্র সঞ্চয়ের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। আশ্রয়ণ প্রকল্পের মাধ্যমে এ পর্যন্ত ১ লাখ ৪০ হাজার পরিবারকে পুনর্বাসন করা হয়েছে।

বছরের প্রথমদিনে প্রাক-প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের মোট ৩৬ কোটি ২১ লক্ষ ৮২ হাজার ২৪৫ টি পাঠ্যপুস্তক বিতরণ করা হয়েছে। গত অর্থ-বছরে প্রায় ৪১ লাখ শিক্ষার্থীর মধ্যে উপবৃত্তি হিসেবে ৮২৫ কোটি ৯০ হাজার টাকা বিতরণ করা হয়েছে।

২০০৯ থেকে এ পর্যন্ত ৩৬৫টি কলেজ সরকারি করার অনুমোদন দেওয়া হয়েছে এবং ৩১ হাজার ১৩১টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার ল্যাব ও মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম স্থাপন করা হয়েছে। বর্তমানে সাক্ষরতার হার ৭১ শতাংশে উন্নীত হয়েছে।

২০০৯ সাল থেকে ২০১৬ সালের সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত ৮টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হয়েছে। বর্তমানে দেশে মোট পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ৪২টি এবং বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ৯৫টি।

ক্যাপটিভসহ বিদ্যুৎ উৎপাদনের সক্ষমতা ১৫ হাজার ৭২৬ মেগাওয়াটে পৌঁছেছে এবং বিদ্যুতের সুবিধাভোগী জনসংখ্যা ৪৭% থেকে ৮০ শতাংশে উন্নীত হয়েছে।

আমরা স্বাস্থ্যসেবা মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে ১৬ হাজার ৪৩৮টি কমিউনিটি ক্লিনিক ও ইউনিয়ন স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপন করেছি। দরিদ্র্য মানুষকে বিনামূল্যে ৩০ ধরণের ওষুধ দেওয়া হচ্ছে। মানুষের গড় আয়ু বৃদ্ধি পেয়ে ৭০ দশমিক ৯ বছরে উন্নতি হয়েছে।

সারাদেশে ৫ হাজার ২৭৫টি ডিজিটাল সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে। মানুষ ২০০ ধরণের সরকারি সেবা পাচ্ছেন।

সরকার মুক্তিযোদ্ধা, শহিদ মুক্তিযোদ্ধা, খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা এবং যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণে বহুমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

সাধারণ মুক্তিযোদ্ধাদের মাসিক সম্মানী ভাতার পরিমাণ ৯০০ টাকা থেকে পর্যায়ক্রমে ১০ হাজার টাকায় এবং ভাতাভোগীর সংখ্যা এক লাখ থেকে বৃদ্ধি করে ২ লাখে উন্নীত করা হয়েছে।

লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে আমরা একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র পেয়েছি। একাত্তরের শহিদদের কাছে আমাদের ঋণ পরিশোধ হওয়ার নয়। আসুন ধর্ম-বর্ণ-গোত্র ও অবস্থান নির্বিশেষে আমরা বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার মাধ্যমে লাখো শহিদের রক্তের ঋণ পরিশোধ করি।

স্বাধীনতা পুরস্কারপ্রাপ্ত সম্মানিত সুধিবৃন্দ,

স্বাধীনতার চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে জাতীয় জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে গৌরবোজ্জ্বল ও কৃতিত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ আপনারা আজ সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় পুরস্কারে ভূষিত হলেন। আপনারা সমাজে অনুকরণীয় ব্যক্তিত্ব। আপনাদের মেধা-মনন দিয়ে একটি প্রগতিশীল সমাজ গঠনে ভূমিকা রাখবেন- এই প্রত্যাশা করি।

আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের মূল চেতনাই ছিল একটি অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ। আজকে একটি গোষ্ঠি সে চেতনাকে ধূলিস্যাৎ করতে তৎপর। ধর্মের নামে তারা সমাজকে কলুষিত করতে চাচ্ছে। আমাদের দেশের মানুষ ধর্মপ্রাণ, ধর্মান্ধ নয়। ইসলামের নামে এখানে কোন জঙ্গিবাদী কার্যক্রম সহ্য করা হবে না।

অনেক প্রতিকূলতা মোকাবিলা করে আমরা যুদ্ধাপরাধীদের বিচার কার্যক্রম এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছি। জনগণের অকুণ্ঠ সমর্থন না থাকলে এটা সম্ভব হত না। আমার প্রত্যাশা বাংলাদেশের প্রতিটি দেশপ্রেমিক মানুষ মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে দেশ গড়ার কাজে সহায়তা করবেন।

আমাদের লক্ষ্য বাংলাদেশকে ২০২১ সালের মধ্যে একটি সুখী-সমৃদ্ধ মধ্যম আয়ের দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা। আসুন, সকলে মিলে বঙ্গবন্ধুর সুখী, সমৃদ্ধ সোনার বাংলাদেশ গড়ে তুলি।

সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

...